তারিখ 22-09-2000
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

উচ্চশিক্ষায় অরাজকতা

শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রসার লইয়া কাগজে-কলমে বিস্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইলেও বাস্তবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে ভয়াবহ অরাজকতা। নামী সরকারি কলেজগুলিতে পর্যন্ত নানা অনিয়ম ও যথেচ্ছাচার চলিতেছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। এই অবস্থায় দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ লইয়া উদ্বিগ্ন না হইয়া উপায় নাই।

সহযোগী একটি দৈনিকের খবরে বলা হইয়াছে যে, অনার্স-মাস্টার্স শ্রেণীর পাঠদানকারী দেশের অধিকাংশ সরকারি কলেজে উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা নাই। নামকরা প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলিও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুনের তোয়াক্কা করিতেছে না। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এই তোয়াক্কা না করা কলেজগুলির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটানো, সেশনজট এড়ানো ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে চাপ কমানোর জন্য সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলির ডিগ্রি, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অতিসম্প্রতি ৬০টি কলেজ পরিদর্শন করিয়া সেইখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার যে চিত্র দেখিয়াছেন তাহাতে তাহাদের ভিরমি খাইবার দশা। অধিকাংশ সরকারি কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা আশঙ্কাজনক। কলেজগুলিতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নাই। নিয়মানুযায়ী অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স আছে এমন কলেজে প্রতিটি বিষয়ে একজন অধ্যাপক, তিনজন সহকারী অধ্যাপক ও ছয়জন প্রভাষকসহ মোট ১৩ জন শিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক। অথচ এমন কলেজও আছে যেইখানে অনার্সের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান চালু করা হইয়াছে মাত্র চারটি পদ সৃষ্টি করিয়া। আবার চারটি পদের মধ্যেও অধিকাংশ পদ খালি এমন অনেক কলেজও রহিয়াছে। শিক্ষক যাহারা আছেন তাহারাও ক্লাসের বদলে প্রাইভেট টিউশনি লইয়া বেশি ব্যস্ত থাকেন বলিয়া শোনা যায়। আরও দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, অধিকাংশ শিক্ষকেরই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠদানের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা কোনটাই নাই। তাহার ফলে শিক্ষকদের নিকট হইতে লেখাপড়ার উপযুক্ত সহযোগিতা না পাইয়া অনেক ছাত্র বিদ্যার ঘাটতি পোষাইবার জন্য পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে। কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় পাঠাগার নাই। এই কারণে ছাত্রছাত্রীদের পাঠাভ্যাসও গড়িয়া উঠিতেছে না। কোনও কোনও কলেজে লাইব্রেরি থাকিলেও নূতন প্রকাশিত বই, প্রয়োজনীয় পত্রপত্রিকা ও জার্নাল সেইখানে পাওয়া যায় না। ল্যাবরেটরির মানও অধিকাংশ কলেজে খুবই নিম্ন। সুতরাং যে উদ্দেশ্য লইয়া কলেজগুলিতে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল তাহা চরমভাবে ব্যাহত এবং শিক্ষার মানও প্রশ্নের সম্মুখীন হইতেছে। কলেজগুলিতে নকল নামক দুষ্কৃতেরও বিস্তার ঘটিতেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়াছে, পরিদর্শন প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কলেজগুলিকে শর্ত পূরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিন মাস সময় বাঁধিয়া দিয়াছিল। অনেক কলেজই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আরোপিত শর্ত পূরণ করে নাই। ইহা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত উহাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় নাই। অতি সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিকে এই মর্মে হুশিয়ারি দিয়াছে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শর্ত পূরণ না করিলে অধিভুক্তি নবায়ন করা যাইবে না। কর্তৃপক্ষ আরও জানাইয়াছেন, প্রথম পর্যায়ে শর্তসাপেক্ষে কোর্স খোলার অনুমতি দেওয়া হইলেও এই প্রক্রিয়া এখন সম্পূর্ণ বন্ধ রহিয়াছে। বর্তমানে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার উপর ভিত্তি করিয়াই কলেজগুলিকে উচ্চতর কোর্স খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। যেই কলেজগুলি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্তভঙ্গ করিয়া নামকাওয়াস্তে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রাখিয়াছে উহারা ইতিমধ্যেই অসংখ্য শিক্ষার্থীর মারাত্মক ক্ষতি সাধন করিয়াছে। মফস্বলের কলেজগুলিতে উচ্চতর শিক্ষাকোর্স চালুর ব্যাপারে রাজনৈতিক চাপসহ নানাবিধ চাপ থাকে। যাহার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ শর্ত পূরণে অসমর্থ অনেক কলেজকে উচ্চতর কোর্স খোলার অনুমতি প্রদান করেন। এইসব কারণেই এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৪০টি অনার্স ও মাস্টার্স পাঠদানকারী কলেজ রহিয়াছে। যাহার অধিকাংশই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখা দূরে থাকুক, ছাত্রদের নানাভাবে বঞ্চিত ও প্রতারিত করিতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নকল নামক ভয়াবহ নৈরাজ্যের জন্যও এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়দায়িত্ব রহিয়াছে। উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে এহেন সংকটজনক পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ যত শীঘ্র গ্রহণ করিবেন ততই মঙ্গল। কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম আর যথেচ্ছাচার সমগ্র জাতির জন্য এক নৈরাজ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। উহার বেশ কিছু আলামত আমরা ইতিমধ্যেই টের পাইতেছি।